

## জাত পরিচিতি

ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান২৭ বোনা আউশ মৌসুমের জন্য লম্বা ধান গাছের একটি জাত। জাতীয় বীজবোর্ড ১৯৯৪ সালে এটি জাত হিসাবে অনুমোদন প্রদান করে। ব্রি ধান২৭ বোনা ও রোপা দুভাবেই আউশ মৌসুমে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী।



ব্রি ধান২৭

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ আগাম জাত।
- ▶ গাছের উচ্চতা ১৪০ সেন্টিমিটার।
- ▶ গাছের গোড়ার দিকে পাতার খোল কিছুটা বেগুনী রঙের।
- ▶ গাছ উচু হলেও ঢলে পড়া প্রতিরোধ করতে পারে।
- ▶ চাল মাঝারি মোটা।
- ▶ চালের প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮%।

## জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১১৫ দিন।

## ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান২৭ হেক্টর প্রতি ৪.০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ বপন : ১০ চৈত্র-১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-৩০ এপ্রিল)। তিনভাবে বীজ বোনা যায়- ছিটিয়ে, সারি করে এবং ডিবলিং পদ্ধতিতে।
২. বপন পদ্ধতি ও বীজের পরিমাণঃ
  - ২.১. সরাসরি বীজ ছিটিয়ে: এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর বা ৯-১০ কেজি/বিঘা।
  - ২.২. সারি করে: সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং ৪-৫ সেমি গভীর সারি করে বীজ বুনতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর বা ৬-৭ কেজি/বিঘা।
  - ২.৩. ডিবলিং পদ্ধতিতে: ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর বা ৩-৪ কেজি/বিঘা।
৩. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):
  - ৩.১. ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম জিংক  
২০    ৭    ১০    ৫    ০.৭
  - ৩.২. ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি চারা গজানোর ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম।
৪. আগাছা দমন : বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সময়মত আগাছা দমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৮০-১০০ ভাগও কমে যেতে পারে।
৫. রোগবালাই দমন : অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।
৬. ফসল কাটা : ২০ আষাঢ় থেকে ২০ শ্রাবণের (৪ জুলাই-৪ আগস্ট) মধ্যে ধান কাটা যায়।

মন্তব্য : অপরিপক্ক ব্রি ধান২৭ ধানের মাথায় বেগুনি রঙের একটি ফোটা থাকে কিন্তু ধান পাকার সাথে সাথে এ ফোটা বারে পরে যায়।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ২৩